



সূত্র: বিএসইউ/পিআর/১৫/০৮/০১

তারিখ: ১৫ আগস্ট, ২০২৫

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ট্রান্স নারী সংগঠক সাহারা চৌধুরীকে হত্যার হুমকি ও বহিষ্কার ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী ও মব রাজনীতির ঘৃণ্য বহিঃপ্রকাশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার পরিবর্তে লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য বিরোধী অবস্থান নিয়েছে

গতকাল ১৩ আগস্ট, সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী এবং ট্রান্স নারী অ্যাক্টিভিস্ট সাহারা চৌধুরী রেবিল প্রতিবাদমূলক কার্টুন আঁকার “অপরাধে” ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট ও উগ্র ডানপন্থীদের মবের চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে তাকে একাধিকবার বিভিন্ন ডানপন্থী ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট গ্রুপ থেকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজিদ হায়দার চঞ্চল ও সাধারণ সম্পাদক শিমুল কুম্ভকার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বিদ্যমান সরকার ধর্মীয় ফ্যাসিস্টদের তল্লাহবাহক ও মদদদাতা হিসেবে কাজ করছে। সাহারা চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত লৈঙ্গিক সংখ্যালঘুদের অধিকার, হিজড়াপল্লি ধ্বংসের প্রতিবাদ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত ট্রান্স যোদ্ধাদের স্বীকৃতির জন্য কাজ করে আসছেন। সাহারা চৌধুরী জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারির সংগঠক হিসেবে সিলেটে লড়াই করেছেন। অথচ উগ্রবাদীরা নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ বাস্তবায়নে আজ তার কণ্ঠস্বর রোধে মব রাজনীতি পরিচালনা করছে।

ট্রান্স, নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু—সকল নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে দমনে নব্য ফ্যাসিবাদীরা একযোগে সক্রিয় উল্লেখ করে নেতৃত্ব দেন, এই ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত হামলা নয় বরং লৈঙ্গিক সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে ঘৃণা উৎপাদন করে সমাজে তাদের আরও প্রান্তিকীকরণ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত। অতীতে ব্রুগার ও মুক্তচিন্তার মানুষদের হত্যার পরও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়নি, উল্টো মব-শাসন ও সহিংসতা অব্যাহত। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও এই মব রাজনীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বরং ‘প্রেশার গ্রুপ’ বলে উৎসাহিত করছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ন্যায়বিচারের প্রশ্নে প্রহসন করছে।

নেতৃত্ব সাহারা চৌধুরীর বহিষ্কারাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বলছি—অসহনশীলতার সাথে সহনশীলতা দেখানো যায় না। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র তৈরির পরবর্তীতে এই সরকার নারী, জাতিগত-লৈঙ্গিক সংখ্যালঘু বিরোধী অবস্থান নিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা নস্যাত্ন করেছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সকল প্রগতিশীল ও মানবাধিকারপন্থী শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছে—ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, পুরুষতন্ত্র ও মব রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অংশ নিতে এবং একইসাথে সাহারা চৌধুরীর বহিষ্কারাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনের উপর সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে।

বার্তা প্রেরক,

Emad

আমিনুল ইসলাম ইমন

দপ্তর সম্পাদক

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন